তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৬৩

**ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এদেশের ঐতিহ্য**

 **-তথ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ শ্রাবণ (২ আগস্ট) :

 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহ্যের দেশ বাংলাদেশে ধর্ম যার যার কিন্তু উৎসব সবার', বলেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

 রোববার সন্ধ্যায় চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়া উপজেলার সুখবিলাস ভগবানপুর ধর্ম্মাংকুর বৌদ্ধবিহারে জ্ঞাতি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

 আজ মুসলমানদের কোরবানির ঈদ উদযাপিত হচ্ছে, এই উদ&যাপনে সবাই অংশ নিয়েছে উল্লেখ করে নিজগ্রাম সুখবিলাসের উদাহরণ দিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'গ্রামে আমরা সকল ধর্মের মানুষ মুসলমান হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান একসাথে ভাই-ভাই হিসেবে বড় হয়েছি। এটি সমগ্র বাংলাদেশের চিত্র । কিন্তু আমাদের গ্রামে এই সম্প্রীতি অন্যান্য জায়গার তুলনায় আরও বেশি। এখানে কখনো কোন ভেদাভেদ ছিলনা, ভবিষ্যতেও থাকবেনা, কেউ চেষ্টা করলেও সেটা নষ্ট করতে পারবেনা।'

 ড. হাছান মাহমুদ বলেন, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রবারণা পূর্ণিমায় শুধু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ নয়, সবাই মিলে ফানুস উড়ান, সবাই সেই উৎসবে শামিল হন। আবার ঈদ উৎসবেও মুসলমানদের বাড়িতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সবাই যান। এটাই আমাদের দেশের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে চলে আসছে।

 রাঙ্গুনিয়া বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের আয়োজনে অনুষ্ঠিত 'জ্ঞাতি সমাবেশে' সভাপতিত্ব করেন সুখবিলাস ধর্ম্মাংকুর বিহারের অধ্যক্ষ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির। বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান স্বজন কুমার তালুকদার, রাঙ্গুনিয়া বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি জ্ঞানবংশ মহাথের, ঊর্ধ্বতন সভাপতি পরমানন্দ মহাথেরো, বাটাপাহাড় সার্বজনীন শালবন বিহার অধ্যক্ষ সুমনতিষ্য থেরো, ফলহারিয়া সদ্ধর্মলঙ্কার বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ দেবময় ভিক্ষু, পশ্চিম শিলক বনরত্ন বিহারের অধ্যক্ষ সিদ্ধার্থ বংশভিক্ষু অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন।

 অনুষ্ঠানশেষে সবার সাথে ফানুস উড়ানোতে অংশ নেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ।

#

আকরাম/অনসূয়া/সুবর্ণা/লাভলী/২০২০/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                    নম্বর : ২৮৬২

**চামড়া শিল্পনগরীর তরল বর্জ্যের মান পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত মানের মধ্যে রয়েছে**

 **- শিল্প সচিব**

ঢাকা, ১৮ শ্রাবণ (২ আগস্ট) :

 শিল্প সচিব কে এম আলী আজম বলেছেন, সাভারে অবস্থিত বিসিক চামড়া শিল্পনগরীর পরিশোধিত তরল বর্জ্যের ইনগ্রেডিয়েন্টসের মানমাত্রা পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত মানমাত্রার মধ্যে পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে সিইটিপির অটোমেশন মনিটরিং কন্ট্রোল ছাড়া এটি ফুল ফাংশনাল রয়েছে।

 শিল্প সচিব আজ ঢাকার সাভারে অবস্থিত বিসিক চামড়া শিল্পনগরীতে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ সার্বিক অবস্থা পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে একথা বলেন। এ সময় তিনি বলেন, ঈদুল আজহা পরবর্তী অতিরিক্ত চাপ মোকাবিলার জন্য ৫টি কমিটির মাধ্যমে শিল্পনগরীর সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সার্বক্ষণিক নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ যানবাহন প্রস্তুত রাখা হয়েছে এবং সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

 এসময় শিল্প সচিব চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জেএলইপিসিএল-ডিসিএল জেভি এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বুয়েটের বিআরটিসি'র সাথে জরুরি সভায় মিলিত হন ও শিল্পনগরীর সার্বিক কার্যক্রম প্রসঙ্গে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় জানানো হয়, ঈদের দিন রাত থেকেই সাভার চামড়া শিল্পনগরীতে চামড়া বোঝাই ট্রাক আসা শুরু হয়েছে।

 বিসিকের চেয়ারম্যান মোঃ মোশ্তাক হাসান, এনডিসি, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কাজী সাখাওয়াত হোসেন, বিসিকের পরিচালক (অর্থ) স্বপন কুমার ঘোষ ও প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী জিতেন্দ্র নাথ পাল এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

মাসুম বিল্লাহ/অনসূয়া/সুবর্ণা/লাভলী/২০২০/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                   নম্বর : ২৮৬১

**কোভিড**-**১৯**(**করোনা ভাইরাস**) **সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৮ শ্রাবণ (২ আগস্ট) :

          ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (এনডিআরসিসি) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য ৬৪ জেলায় ইতোমধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ১৭ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া শিশুখাদ্য-সহ অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের জন্য ১২২ কোটি ৯৭ লাখ ৭২ হাজার ২৬৪ টাকা নগদ বিতরণ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত এ সাহায্য দেশের সকল জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে বিতরণ করা হচ্ছে।

 ‌         স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী আজ দেশে নতুন করে আরো ৮৮৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২ লাখ ৪০ হাজার ৭৪৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় ২২ জন-সহ এ পর্যন্ত ৩ হাজার ১৫৪ জন এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ৬৮৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১ লাখ ৩৬ হাজার ৮৩৯ জন।

          সারা দেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান এবং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের সেবা প্রদান করা যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।

#

তাসমীন/অনসূয়া/সুবর্ণা/লাভলী/২০২০/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৬০

**নারিন্দার পীর সাহেব মরহুম ফকির নাজরে ইমাম সাহেবের**

**স্ত্রী মোসাঃ হামিদা খাতুন এর মৃত্যুতে শিল্পমন্ত্রীর শোক**

ঢাকা, ১৮ শ্রাবণ (২ আগস্ট) :

 বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, নারিন্দার পীরসাহেব, ওলিয়ে কামেল মরহুম ফকির নাজরে ইমাম সাহেবের স্ত্রী মোসাঃ হামিদা খাতুন এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন।

 আজ এক শোকবার্তায় শিল্পমন্ত্রী মরহুমার রূহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

 উল্লেখ্য, মোসাঃ হামিদা খাতুন গতকাল গুলশানের ইউনাইটেড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। তিনি  বার্ধক্যজনিত জটিলতায় ভুগছিলেন।

#

জলিল/অনসূয়া/সুবর্ণা/লাভলী/২০২০/১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৫৯

**শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী ফেরিরুটে পরীক্ষামূলকভাবে পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল করবে**

 **-নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ শ্রাবণ (২ আগস্ট) :

 নৌপরিবহণ প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, শিমুলিয়া-কাঁঠালবাড়ী ফেরিরুটে পরীক্ষামূলকভাবে পণ্যবাহী যানবাহন চলাচল করবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ মুন্সিগঞ্জের শিমুলিয়াঘাটে ভাঙ্গনকবলিত এলাকা পরিদর্শকালে এসব কথা বলেন।
এসময় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, বিআইডব্লিউটিসির চেয়ারম্যান খাজা মিয়া এবং বিআইডব্লিউটিএর চেয়ারম্যান কমডোর গোলাম সাদেক।

 পরবর্তিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্যসচিব আহমেদ কায়কাউস, পদ্মা সেতুর প্রকল্প পরিচালক ভাঙ্গনকবলিত এলাকা পরিদর্শন এবং প্রতিমন্ত্রীর সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন।

#

জাহাঙ্গীর/অনসূয়া/সুবর্ণা/লাভলী/২০২০/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৫৮

**বন্যায় এ পর্যন্ত ৯ হাজার ২২১ টন চাল বিতরণ করা হয়েছে**

ঢাকা, ১৮ শ্রাবণ (২ আগস্ট) :

        সাম্প্রতিক অতিবর্ষণজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ৩৩টি জেলায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের জন্য এ পর্যন্ত ১৪ হাজার ৪১০ মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এবং এ পর্যন্ত নয় হাজার ২২১ মেট্রিক টন চাল বিতরণ করা হয়েছে।

      বন্যাকবলিত জেলা প্রশাসনসমূহ থেকে ১ আগস্ট পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নগদ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে তিন কোটি ৪৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে দুই কোটি ২৯ লাখ ৮ হাজার ৭০০ টাকা। শিশু খাদ্য সহায়ক হিসেবে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক কোটি ১০ লাখ টাকা এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৬২ লাখ ৫৪ হাজার টাকা। গো খাদ্য ক্রয়ের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে দুই কোটি ৭৮ লাখ টাকা এবং বিতরণের পরিমাণ এক কোটি ২০ লাখ ৬ হাজার টাকা। শুকনো ও অন্যান্য খাবারের প্যাকেট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এক লাখ ৫২ হাজার এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে এক লাখ ১১ হাজার ৯২২ প্যাকেট ।

     এছাড়াও ঢেউটিন বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ৩০০ বান্ডিল এবং এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ১০০ বান্ডিল, গৃহ মঞ্জুরি বাবদ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে নয় লাখ টাকা এবং বিতরণ করা হয়েছে তিন লাখ টাকা ।

       বন্যাকবলিত জেলাসমূহ হচ্ছে ঢাকা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, গোপালগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, জামালপুর, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, পাবনা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ। বন্যাকবলিত উপজেলার সংখ্যা ১৫৯ টি এবং ইউনিয়নের সংখ্যা ১০১৯ টি। পানিবন্দি পরিবার সংখ্যা ১১ লাখ ১৪ হাজার ৫০৮ টি এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোক সংখ্যা ৫৪ লাখ ৪০ হাজার ৩৩১ জন। বন্যায় এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ৪৩ জন। এরমধ্যে জামালপুরে ১৫ জন, লালমনিরহাটে ১ জন, সুনামগঞ্জে ৩ জন, সিলেটে ১ জন, কুড়িগ্রামে ৯ জন, টাঙ্গাইলে ৪ জন, মানিকগঞ্জে ২ জন, মুন্সীগঞ্জে ১ জন, গাইবান্ধায় ১ জন, নওগাঁয় ২ জন, সিরাজগঞ্জে ২ জন এবং গোপালগঞ্জে ২ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

       বন্যা কবলিত জেলা সমূহে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে এক হাজার ৫৩৩ টি। আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিত লোক সংখ্যা ৬৩ হাজার ৪০৯ জন। আশ্রয়কেন্দ্রে আনা গবাদি পশুর সংখ্যা ৭৮ হাজার ৪৬টি। বন্যাকবলিত জেলাসমূহে মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে ৯৬৭ টি এবং বর্তমানে চালু আছে ৩৯৯টি।

#

সেলিম/অনসূয়া/সুবর্ণা/লাভলী/২০২০/১৬৩৫ ঘণ্টা